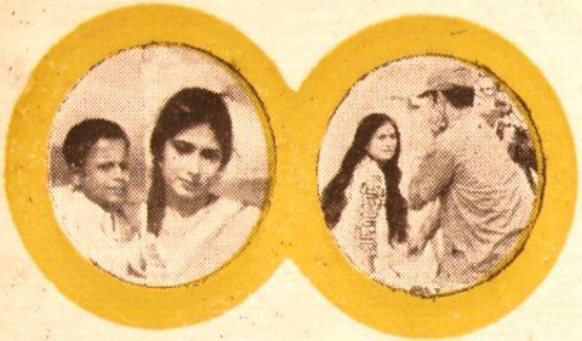

বনজ্যোৎস্না
সঞ্চয়িতা ফিল্মসের নিবেদন

বনজ্যোৎস্না

সঞ্চয়িতা ফিল্মস্-এর নিবেদন

কাহিনী ॥ **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়**

চিত্রনাট্য ও সংলাপ ॥ **অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়**

চিত্রগ্রহণ ও চিত্রগ্রহণ-পরিচালনা ॥ **দীনেন গুপ্ত**

সংগীত পরিচালক ॥ **নীহার রায়**

"ও আমার্ দেশের্ মাটী"
(সংগীত) ঃ রবীন্দ্রনাথ

শিল্প নির্দেশনা ঃ **কার্তিক বসু**
সম্পাদনা ঃ **রমেশ যোশী**
রূপসজ্জা ঃ মনোতোষ রায়
ব্যবস্থাপনা ঃ সুধীর রায়
কোষাধ্যক্ষ ঃ দুলাল চন্দ্র দাঁ
সংগীত ও শব্দগ্রহণ ঃ অতুল চট্টোপাধ্যায়
বহির্দৃশ্য শব্দগ্রহণ ঃ সুজিত সরকার
নৃত্য পরিচালনা ঃ শক্তি নাগ
প্রধান সহঃ পরিচালক ঃ সুজিত গুহ
প্রধান সহঃ চিত্রগ্রহণ ঃ বেনু সেন
স্থিরচিত্র ঃ ষ্টুডিও বলাকা
পোষাক নির্মাতা ঃ স্মার্ট টেলর
যন্ত্র শিল্পীবৃন্দ ঃ ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ
অলোক নাথ দে
নির্মল বিশ্বাস
রাধাকান্ত নন্দী
রবি রায়চৌধুরী
অমর লাহা

কণ্ঠ সংগীত ঃ **সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়**
প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়
শ্যামল মিত্র
মৃণাল চক্রবর্তী
প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য

সংগীত পরিবেশনা ঃ **অলোক নাথ দে**
জেডি, ইরানী কর্তৃক ঃ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আবহ সংগীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজিত। শৈলেন ঘোষাল কর্তৃক ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।
অন্তর্দৃশ্য ঃ ষ্টুডিও সাপ্লাইকো-অপারেটিভ
প্রচার চিত্র অঙ্কন ঃ বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
প্রচার পরিকল্পনা ঃ
শৈলেশ মুখোপাধ্যায়
বিশ্বপরিবেশনা ঃ **পিয়ালী ফিল্মস্**

ঃ সহকারীবৃন্দ ঃ

পরিচালনায় ঃ তপন চট্টোপাধ্যায়
আলোকচিত্র গ্রহণে ঃ কান্তি তেওয়ারী
বহির্দৃশ্য চিত্রগ্রহণ ঃ অমূল্য কুমার দাস
সম্পাদনায় ঃ রমেন ঘোষ
শিল্প নির্দেশনা ঃ সূর্য্য চট্টোপাধ্যায়
রূপসজ্জায় ঃ বিনু রানা
অন্ত-দৃশ্য শব্দগ্রহণে ঃ রথীন ঘোষ
বীরেন নস্কর
বহি-দৃশ্য শব্দগ্রহণে ঃ নিতাই জানা
ব্যবস্থাপনায় ঃ খোকন দাস
সাজসজ্জায় ঃ সরযু লাল
পরিস্ফুটনায় ঃ অজিত রায়, গৌরী মুখোপাধ্যায়, শৈলেন চট্টোপাধ্যায়
আলোক সম্পাতে ঃ শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, নিতাই শীল, হরিপদ হাইত, জগু সিং, শৈলে দত্ত, গুণনিধি লেখা, হট মহান্তি

ঃ রূপায়ণে ঃ

কাজল গুপ্ত, সবিতা বোস, অতি পদ্মাদেবী, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যা সমিত ভঞ্জ, নিরঞ্জন রায়, নির্মল কামু মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ভট্টাচা তপন চট্টোপাধ্যায়, উমানাথ ভট্টাচা রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ননী গ পাধ্যায়, মিঃ বিচ, অমর মুখোপাধ্য শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়, মুরারী মো বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরহরি চক্রবর্ত্তী, ক রায়, অমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরে বটব্যাল, সতু মজুমদার, শিল্পী সরক রত্না গোস্বামী, সীমা ভৌমিক

কাহিনী

বন জ্যোৎস্না

বন জ্যোৎস্না। ভূটান সীমান্তের পাহাড় ঘেরা জঙ্গলের মাঝে প্রকৃতির অপরূপ লীলানৃত্য। কুলকুলনাদে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী জলঢাকা।

টিলার ওপর থেকে কলসী কাঁখে নেমে আসে শিউকুমারী। চঞ্চলা হরিণী—নৃত্য ছন্দে পা ফেলে। কণ্ঠে তার সুর বাজে। ঘাগরা পরে বনদেবী চলেছেন জলবিহারে। জল ভরে উঠতেই শিউকুমারী শুনতে পায় অস্ফুট গোঙানীর শব্দ। মানুষের বুকভাঙা চাপা আর্তনাদ। এগিয়ে যায় শিউকুমারী। রক্তাক্ত দেহে জলের ধারে পড়ে রয়েছে মহীতোষ। গুলির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হাত থেকে রক্ত ঝরছে। সযত্নে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে যায় শিউকুমারী।

অরবিন্দ'র নেতৃত্বে যে বিপ্লবী তরুণ দল বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জেহাদ ঘোষণা করে মহীতোষ তাদেরই অন্যতম। আহত পশুর মত পুলিশবাহিনী এদের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে। সামান্য কয়েকটি রিভলবারের সাহায্যে পুরো রেজিমেণ্টের সঙ্গে লড়াই করা অর্থহীন তাই অরবিন্দ এদের আত্মগোপনের নির্দেশ দেয়।

শিউকুমারীর প্রাণঢালা সেবাযত্নে মহীতোষ সুস্থ হয়ে ওঠে। শিউর বাবা কুলদীপ পূর্বতন সৈনিক,—পাহাড়ের টিলায় মদের দোকান করে অবসর জীবনকাটিয়ে দিচ্ছে। মহীতোষকে সে শোনায় তার অতীত ইতিহাস—রণক্ষেত্রের তেজোদীপ্ত ইতিকথা মহীতোষকে অনুপ্রাণিত করে। কুলদীপ প্রতিশ্রুতি দেয়, যেভাবে হোক মহীতোষকে তার সহকর্মীদের কাছে পৌছে দেবে।

চারিদিকে পুলিশের গুপ্তচর। মদের দোকানে আসে নানা খদ্দের। কাঠের ব্যবসায়ী মিঃ ঘোষও নিয়মিত আসেন। তাঁর উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। বনসুন্দরী শিউকুমারী তার মানসিক বিভ্রান্তি এনে দিয়েছে। ঘোষ প্রতিটি মূহুর্তেই তাকে অনুসরণ করে। স্ত্রী মায়া সব খবরই পান। যে কোনও মূল্যের বিনিময়ে শিউকে কাছে পাবার জন্য স্বামী সব সময়েই সচেষ্ট তাও তাঁর অজানা নয়।

মহীতোষ আর শিউকুমারী, সম্পুর্ণ পৃথক সত্বায় গড়া। তবু যেন তারা অতি নিকট—অতি আপন। বিপ্লবী তরুণের পাষাণ হৃদয়ে যেন এই দেহাতী মেয়েটি নিয়ে আসে উচ্ছল ঝরণাধারা। আর শিউ? সে তার বাবুজীকে ঘিরে রাখে পরিপূর্ণ মমতায়। তাতে বিন্দূমাত্র ঘাটতি নেই। মেলা থেকে শিউ নিজের জন্য কাচের চুড়ি কেনে আর তার বাবুজীর জন্য নিয়ে আসে রঙীন জামা। মহীতোষ অবাক হয়। তার বিপ্লবী মনে ভেসে আসে দল ছাড়া বন্ধুদের অদৃশ্য আহ্বান। মনে পড়ে যায় অতীতের কথা। রাজভক্ত পিতার সন্তান হয়েও সে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিল দেশ মাতৃকার বন্ধন মোচন করতে।

মায়ার পূর্বতন বন্ধু বিমল বেড়াতে আসে। ওকে সঙ্গে নিয়ে মায়া মাঝে মাঝে বনের মাঝে ঘুরে বেড়ায়। সেদিন বায়নাকুলার দিয়ে মায়া দেখতে পায় শিউর ঘরে এক তরুণ যুবক। কিছুটা যেন স্বস্তি পায় মায়া। কিন্তু পরমূহুর্তেই দেখে অভাবনীয় দৃশ্য। নদীর ঘাটে সদ্যস্নাতা শিউকুমারীর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঘোষবাবু। উন্মত পশু শিউর হাত চেপে ধরে। সজোরে তার গালে

চড় বসিয়ে ছুটে চলে যায় শিউকুমারী। মায়া ডেকে পাঠায় শিউকে। স্বামীর সামনেই তাকে পুরস্কৃত করে, আর শিউকে উপদেশ দেয়, সে যেন ঐ ছেলেটিকে বিয়ে করে।

..... চারিদিকে পুলিশের বেড়াজাল। ছত্রভঙ্গ বিপ্লবী তরুণেরা। মহীতোষের ঘোড়া ধরা পড়ায় পুলিশের নজর আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ঘোষ এসেছে কুলদীপের ঘরে এক প্রস্তাব নিয়ে। মহীতোষ আঁতকে ওঠে। একান্তে শিউকে ডেকে নেয় ঘোষ। আজ রাতে তার বাংলোয় যেতে হবে। রাজী না হলে সে পুলিশকে জানিয়ে দেবে সব কথা। মহীতোষ ধরা পড়বে। শুধু একটি রাত সঙ্গ দিতে হবে। বাংলো তার শূন্য—মায়া কোলকাতা গেছে।

শিউকুমারী রাতের অন্ধকারে এগিয়ে চলে—তার বাবুজীকে রক্ষা করতে হবে। অদূরে ঘোষের বাংলো, বনজ্যোৎস্নার অপরূপ প্রকৃতি যেন বীভৎস রূপে তাকিয়ে আছে। এগিয়ে চলে শিউকুমারী—বেজে ওঠে বলিদানের বাদ্য.....।

গান

॥ ১ ॥

ও আল্লা
তোর দোয়া বিনা কেহমন কইরা আর
পার হব দরিয়া
ও আল্লা রাজার রাজা
ও আল্লা রাজার রাজা
আমি বহিঠা বাইতে পারিনা
ও মেহেরবা
তুই পার কইরা দে আমায়—

॥ ২ ॥

কত পথ বেয়ে এলাম
জীবনে কতই পেলাম
তবু হায় মনের আশা কেন মেটেনা
দেখেছি সকাল সাঁঝে
নীল আকাশে আবীর মাখা
দেখেছি শিশির ভেজা
সবুজ ঘাসে আলপনা আঁকা
যাদুকরের যাদু দেখে
কেন মোর মন ভরে না—
কেন মেটে না।
জীবনের জমাব ঘরে কত
ঋণ জমে আছে

কিছু পেলাম না বলে
কেন মোর মন কাঁদে
লগেছে হৃদয়ে আর নয়নেতে
গভীর দোলা
দেখেছি ছন্দে গানে গন্ধে কত
রঙেরো খেলা
দেখে ঐ রূপের লীলা বীণা কেন
সুরে বাজে না
কেন মেটে না।

॥ ৩ ॥

হৃদয় দোলার সুরে অবাক হলেম
একটি শিশির কণা আমার এ প্রেম
সেই সুরে লেখা এই গান আমার
এ মধু সাঁঝে আজি শোনাতে
এলেম
আমি অবাক হলেম
আমি অবাক হলেম।
মনের গহনে আজ ফুটেছে যে ফুল
চন্দ্রমালিকা আর স্বপন বকুল।
ওগো তাই দিয়ে নিজ হাতে
মালাটি গেঁথে
তোমার কণ্ঠে তারে পরিয়ে দিলেম।

তোমার নামটি ওগো শুধু লেখা রয়
তাই তারে সযতনে গোপনে রাখি
গভীর অতলে যেন কভু না হারায়
মনের আলোয় আজ সহসা দেখি
তোমার মুখের ছবি পড়েছে একি
ওগো পাছে সে হারায় তাই
আমার গানের
সুরের বাঁধনে তারে জড়িয়ে নিলেম।

॥ ৪ ॥

যারে যা যারে যা পাখী যা যা যা
উড়ে যা পাখী যা যারে যা সোনা
যা উড়ে যা
ভালো লাগে না লাগে না লাগে
না তোর গান আর
আমি সোনার হরিন পেয়েছি
আমি তারেই যে মন দিয়েছি
ও পাপিয়ার পিউ পিউ ভালো
লাগে না।
এ কুহু কুহু কুহু আর ভালো
লাগে না।
আমি আলেয়ার পিছে পিছে
ঘুরিয়া মরিছি মিছে
ও রুম ঝুম রুম শুনি নূপুর ধ্বনি
ঠমকি ঠমকি নাচে গরবিনী
তার রূপের বাহার দেখে চাঁদ
লাজে মরে বলে
আহা মরি মরি হার মেনেছি।

॥ ৫ ॥

ও আমার দেশের মাটি তোমার
পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর তোমাতে
বিশ্বমায়ের আঁচলপাতা
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে
তুমি মিলেছ মোর প্রানে মনে
তোমার ঐ শ্যামল বরন কোমল
মূর্ত্তি মর্মে গাঁথা
ও আমার দেশের মাটি তোমার
পরে ঠেকাই মাথা
আ— আ— আ—
ওগো মা তোমার কোলে জনম
আমার মরন তোমার বুকে
তোমার পরেই খেলা আমার
দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে
তুমি যে সকল সহা সকল বহা
মাতার মাতা
ওমা। অনেক তোমার
খেয়েছিগো অনেক নিয়েছি মা
তবু জানিনে যে কী বা তোমায়
দিয়েছি মা
আমার জনম গেল বৃথা কাজে
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে
তুমি বৃথা আমার শক্তি দিলে
শক্তিদাতা

—রবীন্দ্রনাথ

ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

শ্রী ও শ্রীমতী ধীরেন ভৌমিক, মনোজ মুখোপাধ্যায়, রেডব্যাঙ্ক টী এস্টেট্ এর কর্মীবৃন্দ, সুরেন্দ্র নগর টী এস্টেট্ এর কর্মীবৃন্দ, ধরণীপুর টী এস্টেট্ এর কর্মীবৃন্দ সমিতি—ভুটান, মেসার্স এন, সি, দাঁ এণ্ড কোম্পানী, ধীরেন্দ্র নাথ দাস, সমীর চ্যাটার্জী, রঞ্জিতবাবু ও শ্রী ও শ্রীমতি রাণীন্দ্র নাথ ঠাকুর, শ্রীমতি